বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের ঘটনাবলী

১৮৩৮	:	১৮৩৮খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন মঙ্গলবার রাত ৯টা ৩ মিনিটে (বাংলা ১২৪৫ সাল ১৩ আষাঢ়) ২৪ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মা দুর্গাদেবী। পিতা ইউলিয়ম বেন্টিকের ডেপুটি কালেক্টর। ধর্মভীরু, শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত এই পরিবারে বঙ্কিম ছিলেন পিতা - মাতার চতুর্থ সন্তান।
১৮৪৩	:	৫ বছর বয়সে কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ঠাকুরের কাছে বঙ্কিমের হাতেখড়ি। বঙ্কিম শিশুবয়স থেকেই ধীর, শান্ত, মেধাবী ছিলেন। শারীরিকভাবে দুর্বল ও রুগ্‌ণ ছিলেন।
১৮৪৪ - ১৮৪৮	:	মেদিনীপুরে আগমন। দাদার সঙ্গে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পাঠ শুরু। প্রধান শিক্ষক মিঃ এফ টিড সাহেব। অসাধারণ মেধার পরিচয়। অন্যান্য শিক্ষক - বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি, ভোলানাথ ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন জানা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান শিক্ষকের বিশেষ স্নেহভাজন হয়েছিলেন।
১৮৪৯ - ৫১	:	মোহিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ। হুগলি কলেজের স্কুল সেকশানে পাঠারম্ভ।
১৮৫২	:	'সংবাদ প্রভাকর' -এ 'কামিনীর উক্তি' কবিতা প্রকাশ। ২০ টাকা পুরস্কার অর্জন।
১৮৫৩	:	সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ। 'ললিতা' ও 'মানস' রচনা।
১৮৫৪ - ৫৫	:	জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন ও ৮ টাকা বৃত্তি লাভ।
১৮৫৬	:	ললিতা, মানস - পুস্তকাকারে প্রকাশ। সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন এবং ২০ টাকা বৃত্তি লাভ। হুগলি কলেজ ত্যাগ।
১৮৫৭	:	এন্ট্রাস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ।
১৮৫৮	:	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবারের বি. এ. পরীক্ষায় বঙ্কিমের সাফল্য অর্জন। চাকরির প্রথমে যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যভার গ্রহণ। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে পরিচয় Indian Field পত্রে Rajmohan's Wife ইংরেজি উপন্যাসের আরম্ভ।
১৮৫৯	:	প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু
১৮৬০	:	রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ
১৮৬০ - ৬৪	:	খুলনায় কর্মরত। ১৯৬৩ সালে চাকরিতে উন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে খুলনা ত্যাগ। বারুইপুর আগমন। দুর্ভিক্ষের কার্যভার গ্রহণ। Indian Field -এ Rajmohan's Wife ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।
১৮৬৫	:	'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ। পিতৃদেব যাদবচন্দ্রের দানপত্র। গেজেটে পদোন্নতি না দেখে বঙ্কিমের মনোভঙ্গ।
১৮৬৬	:	চাকরির ক্ষেত্রে পদোন্নতি ৫০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন। ২২ জুন থেকে শরীর খারাপ হওয়ায় ১ মা ১৬ দিন ছুটি ভোগ।
১৮৬৭	:	'কপালকুণ্ডলা'র প্রকাশ। কলকাতায় অবস্থান। আইন কলেজে অংশগ্রহণ।
১৮৬৮	:	বারুইপুরে প্রত্যাগমন। প্রিভিলেজ লিভ নিয়ে আইন পরীক্ষায় বসা।
১৯৬৯	:	তৃতীয় স্থান অর্জন করে আইন পরীক্ষায় পাশ। 'মৃণালিনী'র প্রকাশ। বেথুন সোসাইটির সভায় 'হিন্দুর পূজোৎসবের উৎপত্তি।' ইংরাজি প্রবন্ধ পাশ। কাশী, প্রয়াগ, দিল্লি ভ্রমণ।
১৮৭০	:	মাতৃবিয়োগ। বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন 'বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য' বিষয়ক ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ।
১৮৭১	:	The Calcutta Review - এ ইংরেজি প্রবন্ধ 'Buddhism and Sankhya Philosophy' প্রকাশ।
১৮৭২	:	'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ। 'Mukherjee's Magazine পত্রে Confessions of Young Bengal's 'Study of Hindu Philosophy প্রবন্ধ প্রকাশ। বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা প্রকাশিত। লোকরহস্য, বিজ্ঞান রহস্য, সাংখ্য দর্শন, বিবিধ সমালোচনা প্রভৃতি পুস্তকের অনেক প্রবন্ধ এই সময় লিখিত হয়।
১৮৭৩	:	বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা পুস্তকাকারে প্রকাশিত। সাধারণীতে 'জাতিবৈর' নামে প্রবন্ধের প্রকাশ। কাঁঠালপাড়ায় বঙ্গদর্শন প্রেস প্রতিষ্ঠা।
১৯৭৪	:	বঙ্কিমচন্দ্র বারাসত আসেন। পরে মালদহে কর্মরত হন। দ্বিতীয় পর্বে বঙ্গদর্শনে যুগলাঙ্গুরীয় সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়। 'চন্দশেখর' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'সাম্য' লিখিতে আরম্ভ করেন। বছর শেষে 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'লোকরহস্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশ। 'ভ্রমর' পত্রে 'দুর্গাপূজা' প্রবন্ধের প্রকাশ।
১৮৭৫ - ৭৬	:	তৃতীয় বর্ষের বঙ্গদর্শনে 'চন্দ্রশেখর' রচনার সমাপ্তি এবং 'রজনী' লেখা শুরু। পরবর্তীতে 'চন্দ্রশেখর' ও 'বিজ্ঞানরহস্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশ। হুগলিতে কর্মরত। চতুর্থ বর্ষের বঙ্গদর্শনে 'রজনী' সমাপ্ত এবং 'রাধারানীর' সম্পূর্ণ প্রকাশ। পৌষ সংখ্যা থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শুরু।
১৮৭৬	:	বঙ্গদর্শনের বিদায়। কমলাকান্তের দপ্তর (১ম ভাগ) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিবিধ সমালোচনা গ্রন্থের প্রকাশ। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী প্রকাশ।
১৮৭৭	:	'রজনী'র পুস্তকাকারে প্রকাশ উপকথা (অর্থাৎ ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী) প্রকাশিত।
১৮৭৮	:	'কবিতা' পুস্তক ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।
১৮৭৯	:	প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশ। 'সাম্য' প্রকাশ। হুগলিতে বাসা।
১৮৮০	:	সঞ্জীব সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' প্রকাশ।
১৮৮১	:	পিতৃবিয়োগ। বঙ্গদর্শনে 'আনন্দমঠ' রচনা আরম্ভ। অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি (বেঙ্গল গর্ভর্নমেন্ট) পদে নিয়োগ।
১৮৮২	:	হেস্টি সাহেবের সঙ্গে লেখনী যুদ্ধ এবং জয়। 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ' গ্রন্থের প্রকাশ। সঞ্জীব - সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে দেবী চৌধুরানীর শুরু। আলিপুরে বদলি।
১৮৮৩	:	'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' পুস্তকাকারে প্রকাশিত।
১৮৮৪	:	'নবজীবনে' ধর্ম্মতত্ত্বের প্রবন্ধ প্রকাশ শুরু। ঝিনাইদহে অবস্থান। 'প্রচারে' 'সীতারাম' ও 'কৃষ্ণ চরিত্রের' লেখা আরম্ভ। দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।
১৮৮৫	:	ঈশ্বর গুপ্তের জীবন চরিত প্রকাশ। বঙ্কিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য নির্বাচিত।
১৮৮৬	:	কৃষ্ণচরিত্রের পুস্তকাকারে প্রকাশ। হাওড়ায় অবস্থান। 'প্রচারে' শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার বাংলা টীকা লেখা আরম্ভ।
১৮৮৭	:	'সীতারামের' পুস্তকাকারে প্রকাশ। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রকাশ। প্রতাপ চাটুজ্যের ট্রাস্টের বাড়ি ক্রয় ও গৃহপ্রবেশ। কনিষ্ঠ কন্যার মৃত্যু।
১৮৮৮	:	ধর্মতত্ত্ব প্রথম ভাগের প্রকাশ
১৯৮৯	:	মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ও জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণের মৃত্যু।
১৮৯১	:	১৪ সেপ্টেম্বর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। Society For Higher Training প্রতিষ্ঠা এবং তার সাহিত্য শাখায় স্থায়ী সভাপতি।
১৮৯২	:	রায় বাহাদুর উপাধি লাভ। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধ প্রকাশ। Bengal Selection প্রকাশ।
১৮৯৩	:	'সঞ্জীবনী সুধা'র সম্পাদনা। 'ইন্দিরা' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ। 'রাজসিংহে'র বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ (৫ম)। দৌহিত্র দিব্যেন্দুর বিবাহ।
১৮৯৪	:	সি আই ই উপাধি অর্জন। সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং -এ দুটি ইংরেজি বক্তৃতা। নিজস্ব বাড়িতে সংস্কৃতি ক্লাস। ৮ এপ্রিল স্বল্পকালে রোগভোগের পরে মৃত্যুবরণ।

সৃষ্টিসন্ধান